বনশল রাজশ্রী প্রোডাকসন্সের

প্রযোজনা :
আর ডি. বনশল
সংগীত :
শচীন দেববর্মণ
পরিচালনা :
সুধীর মুখার্জী
প্রযোজনা-অধীক্ষক :
জে. সি. রায়
সহ-প্রযোজনা :
কমল কুমার বনশল
সহ-সংগীত পরিচালনা :
রাহুল দেববর্মণ
গীত রচনা :
গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
আনন্দ বক্সী (বম্বে)
নেপথ্য কণ্ঠ :
লতা মুঙ্গেশকর
মান্না দে
উষা মুঙ্গেশকর
চন্দ্রানী মুখার্জী
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
সংগীত গ্রহণ :
মিনু কর্তাক (ফেমাস সিনে কবি দাশগুপ্ত ল্যাবরেটরীজ, বম্বে)
আবহ সংগীত গ্রহণ :
কৌশিক (ফিল্ম সেণ্টার)

কাহিনী/চিত্রনাট্য :
গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু
নৃত্য পরিকল্পনা :
সত্যনারায়ণ (বম্বে)
আলোক চিত্র :
অনিল গুপ্ত
জ্যোতি লাহা
শিল্প নির্দেশনা :
কার্তিক বসু
শব্দ গ্রহণ :
নৃপেন পাল
বাণী দত্ত
অনিল দাশগুপ্ত
সৌমেন চ্যাটার্জী
শব্দ পুনর্যোজনা :
শ্যামসুন্দর ঘোষ (ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ)
সম্পাদনা :
বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
রূপসজ্জা
মদন পাঠক
পটশিল্পী :
কর্মসচিব :
সুখেন চক্রবর্তী

ব্যবস্থাপনা :
অরুণ দাশ
স্থির চিত্র :
খুসী সোম
পরিস্ফুটন :
আর বি. মেহতা
রসায়নাগারিকবৃন্দ :
অবনী রায়
তারাপদ চৌধুরী
অবনী মজুমদার
কিনু চ্যাটার্জী
সহকারীবৃন্দ :
পরিচালনা :
বিষ্ণু বর্ধন
মৃণাল গুহঠাকুরতা
অনুপ সেন
নৃত্য :
মিস্ চন্দা (বম্বে)
সম্পাদনা :
রবীন সেন
শিল্প নির্দেশ :
সূর্য চ্যাটার্জী
আলোক চিত্র :
শান্তি গুহ
ব্যবস্থাপনা :
দুলাল সাহা

সাজসজ্জা :
গণেশ মণ্ডল
পুলিন কয়াল
আলোক সম্পাত :
প্রভাস ভট্টাচার্য্য
মাষ্টারদা
হরেন গাঙ্গুলী
দুখী; ভবরঞ্জন
দিলীপ, কেষ্ট
সুভাষ, শান্তি
সাজ-সজ্জা সরবরাহ :
দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই
কেশ-বিন্যাস :
লেডিজ বিউটি কর্ণার
অন্তঃ দৃশ্য গ্রহণ :
দি ষ্টুডিও কো-অপারেটিভ
নিউ থিয়েটার্স ১নং ষ্টুডিও
টেকনিসিয়ান্স :
ক্যালকাটা মুভিটোন
প্রচার অঙ্কন :
সনৎ ঘোষ
বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
প্রচার ও জন-সংযোগ :
শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

ছবির কাহিনী

হিমালয়ের এক মনোরম উপত্যকায় 'পোষ্টিং' পেয়ে 'সি. পি. ডবলু. ডি-র তরুণ ইঞ্জিনিয়ার অমিতাভ সেন আনন্দে আত্মহারা। প্রযুক্তিবিদ্যার অন্তরালে এই আদর্শবাদী যুবকের শিল্পীমন প্রকৃতির অপরূপ সুষমায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। পাহাড়ঘেরা বাংলোয় তার একমাত্র সাথী পুরানো ভৃত্য রামশরণ। অবসর পেলেই তাই প্রকৃতির নির্জন পরিবেশে ছুটে যায় অমিতাভ, আপনমনে একান্তে বসে বাঁশী বাজায়!

অফিসের কাজ সে অফিসেই শেষ করতে চায়। কোনও ঠিকাদারকে তার ব্যক্তিগত পরিবেশে সে প্রশ্রয় দিতে নারাজ। অসাধুতার আশ্রয়ে সরকারী কাজের 'কণ্ট্রাক্ট' নিয়ে যে সব ঠিকাদার ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে—অমিতাভ তাদের এড়িয়ে চলে। এমন কি দুর্দান্ত প্রতাপশালী ঠিকাদার কুমার সাহেব ও তার সহকর্মী বিধুভূষণকেও পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেয়, —ব্যক্তিগত ভাবে কাজ পরিদর্শন না করে তার পক্ষে কোনও বিলপাশ করা সম্ভব নয়। স্বাধীনচেতা অমিতাভ সব কিছু প্রলোভনের উর্ধে থাকে। উভয়ের মতান্তর ক্রমশঃই গভীর হয়ে ওঠে।

কিন্তু অপর দুজনের সঙ্গে অমিতাভর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। এরা হলেন বৃদ্ধ নবাব সাহেব ও দুধওয়ালী লাজু। সংগীতপ্রেমী নবাব সাহেব নির্জনে বাস করেন—প্রকৃতির অপরূপ সুষমা তাঁর সুর-ঝঙ্কারে যেন ইন্দ্রধনুর রঙ ছড়িয়ে দেয়। বৈষ্ণব-সাহিত্য আর রবীন্দ্র কাব্যের অন্তস্থলে আত্ম-মগ্ন হয়ে থাকেন নবাব সাহেব। সুযোগ পেলেই মাঝে মাঝে ছুটে আসেন কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্র-প্রেমী প্রতিটি মানুষকেই তিনি ভালবাসেন! বাঙ্গালী অমিতাভর সাথে সহজেই তার সম্প্রীতি গড়ে ওঠে।

পাহাড়ী মেয়ে লাজু,—পাহাড়ী ঝর্ণার দোলায়িত ছন্দ তার দেহমনে। নাচে-গানে-হাস্যে-লাস্যে সে চমক জাগায়। বৃদ্ধ নবাব সাহেবের কাছে সে 'ছোটি বেগম'। কখনও বা ওমর খৈয়ামের 'শাকি' আবার কখনও বা অভিমানীনি রাইকিশোরী। লাজু তার দাদির হয়ে প্রতিদিন ভোরে অমিতাভর বাংলোতে দুধ দিয়ে আসে। উভয়ের পরিচয় গড়ে ওঠে। লাজুর নাচ গান অমিতাভকে মুগ্ধ করে। এই পাহাড়ী মেয়েটিকে সে কোলকাতা পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাতে চায়। কিন্তু নবাবসাহেব আপত্তি করেন কারণ অনাত্মীয়া লাজুর প্রতি অমিতাভর এই বিশেষ মনোযোগ ভবিষ্যতে নানারূপ গোলযোগের সৃষ্টি করতে পারে। তিনি উভয়কেই গভীর স্নেহ করেন।

নবাবসাহেবের বাড়ীতে এক নাচগানের আসরে মুগ্ধ হয়ে অমিতাভ লাজুকে তার অতি প্রিয়বাঁশীটি উপহার দেয়। কুমার সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন—সব ঘটনাই সে লক্ষ্য করে।

কুচক্রী নবাব সাহেব এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৎপর হয়ে ওঠে। আর্থিক প্রলোভনে যে ইঞ্জিনিয়ারকে সে প্রভাবিত করতে পারেনি,—তাকে এবার সে শিক্ষা দেবে! পাহাড়ী মেয়ে লাজু আর বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার অমিতাভকে নিয়ে এক ষড়যন্ত্রের জালরচিত হয়

কোলকাতা থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে মুমূর্ষ দিদিকে দেখতে ছুটে যায় অমিতাভ। এদিকে লাজুও নিরুদ্দেশ। বিচলিত হয়ে ওঠেন 'নবাব সাহেব। আত্মমগ্নজ্ঞান-তাপস বুঝি চৈতালী ঘূর্ণির সংকেত পান!

কিন্তু কোথায় লাজু?

— o —

Chaitali

(Synopsis)

Amitava, an young C.P.W.D. engineer, came on posting to a valley on the Himalayas along with his personal attendant Ramsaran. He was fond of music, but under pressure from his family members. he had to take up this job.

Kumar Saheb, a notorious contractor, was attached to the C.P.W.D. office and used to extract money from the office without doing the job, under threats and intimidation. He tried to influence Amitava also in various ways and means in order to achieve his goal but Amitava, courageous and dashing as he was, did not accede to Kumar Saheb's tactics.

Nabab Saheb, a retired, virtuous, erudite and romantic old personality and fond of Tagore's literature and music, constructed a Bungalow in the valley and used to live there in peace and seclusion, deeply engrossed in Tagore's verses.

Lajo, a hill-belle, young and beautiful, lived with one of her distant relations as she had no family members of her own. She had inborn talents in dance and music and she came in contact with Nabab Saheb.

Nawab Saheb started giving her training in Bengali language as well as in dance and music and affectionately called her "Chhoti Begum". He became a sort of guardian to young Lajo who respected him from the core of her heart. Lajo also came in contact with Amitava under joyous circumstances and once, during a 'Majlish' organised by Nawab Saheb, Amitava gave his flute to her passionately, in appreciation of her unparallel performence in dance and music. Lajo took it to her heart and became lost in his thoughts. Amitava's love for music re-emerged and he started thinking about Lajo. He wanted to fulfil his ambition for music through the active participation of Lajo.

Kumar Saheb came in conflict with Amitava as the latter will not pass his bills for payment unless he has himself inspected the work and all plans of Kumar Saheb to overpower Amitava, completely failed. Kumar Saheb became furious and he determimed to revenge his defeat.

Lajo was kidnapped. Nawab Saheb became worried. Amitava became the victim of Kumar Saheb's nafarious activities and was arrested. Lajo made plans for escape. Nawab Saheb tried to save her from the clutches of Kumar Saheb.

What happened afterwards, could be seen on the screen.

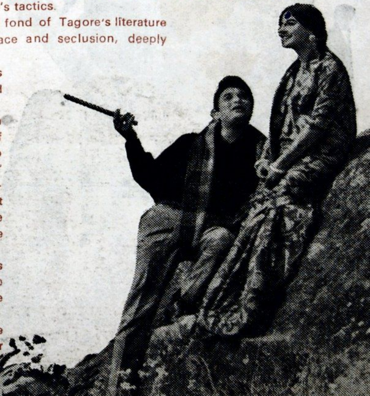

ভূপালী গান...

(১)

ফুলো মে সে ফুল্ চুনা উহ ফুল চুনা চামেলী।
যব্ দেখা তব সাথ্ হ্যায় তেরে কোই না কোই সহেলী ॥
কহুঁ ম্যয় তুঝে বাত্ দিল্‌কি মিলে কঁহিয়ো একেলী।
কহুঁ ম্যয় তুঝে বাত্ দিলকি.............।

লোগো মে সে লোগ্ শুনে
ভই লোগ্ দিলোকে রোগী।
তু কুছ্ করলে্ তেরী মেরী প্রীত্ কভি না হোগী।
বনেগা ইযাতু দিওয়ানা. ইয়াবন্ যায়েগা যোগী।
বনেগা ইয়াতু দিওয়ানা।—

হায় নয়নো মে সে নয়ন চুনে
ভই নয়ন তেরে কাজ্ রায়ে।
তেরে লিয়ে উস্ রাহা চলু যিস্ রাহাপে হো অঙ্গারে.
তু মাঙ্গে তো ম্যয় তুঝে লা হুঁ তোরকে চাঁদ সিতারে.
তু মাঙ্গে তো ম্যয় তুঝে লা হুঁ.............।

খবরো মে সে খবর্ শুনি ভই জঙ্গ কে বাদল ছায়ে।
তব্ মাহু যব বনকে সিপাহি তু ভি লড়নে যায়ে।

হায় ছোড়কে মেয়া হাত্ তু প লে দেশ কি লাজ্ বঁচায়ে
যব্ দুশমন্ সে জিত্‌কে সজ্‌না তু ঘর ওয়াপস্ আয়ে।
তো গোরী তেরে রাস্তেপে আপনে নয়ন্ বিছায়ে।
তো গোরী তেরে রাস্তেপে··· ·········।

(২)

দংশিলি তুই ঔষধে মানে না—মানে না
ঔষধে মানে নারে দংশিলি তুই···ঔষধে মানে না.
পিরিতি ভুজঙ্গ আমার অঙ্গ কাটে দাঁতে।
মরণ বাঁচন সবই আমার নিয়তি বই হাতে।

সমঝে জনাব,
অঙ্গ কাটে দাতে পিরিতি ভুজঙ্গ
পিরিতি ভুজঙ্গ—
কী জলনে জ্বাল কেউ তো ওঝা ডেকে আনে না।
ঔষধে মানে না দংশিলি···।

ভালবেসে জ্বলে মরি যন্ত্রনারই সুখে।
শিশিরে রাখিলাম রে মন পদ্ম পাতার বুকে।
ভাঙ্গা ছাড়া হায়রে কাঁচ আর কিছুই জানে না
ঔষধে মানে না।

(৩)

শুধাই আমি এই পথটাকে জান কি আমায় কে ডাকে।
বল না বল না গো যাবে খুঁজি সে কোথায় থাকে।
শুধাই...............

কোথাও আমার সময় তো নাই, এই যে চড়াই পার হয়ে যাই।
কে জানে কেউ কোথায় যাব, পাবো কি অজানাকে।
শুধাই............

মন বেদুইন চলে ছুটে, আকাশটাকে নেবেই লুটে।
তাঁবু ফেলে যে নেয়না বিরাম, জীবনের ওই বাঁকে।

(৪)

পায়েল হায়! পায়েল্ বাজ্ গেই আজ মেরী লাজ গেয়ী।
ম্যয় কাহেকো তেরে দোয়ার পিয়া আগ্ পেয়ী।
পায়েল বাজ গেই............

আঁখিয়োনে তো মেয়া ভেদ্ ছুপায়া।
হোঁটপে ভি তেরা নাম না আয়া
লেকিন্ ইয়ে আনজান্ বেইমান্ পায়েল।
পায়েল্ বাজ গেয়ী।
লাখো কাহাকে তু ইয়ে কাম্ না করনা।
দেখনি গোরী, বদনাম না করনা.

ফির ভি ইয়ে আনজান্ বেইমান্ পায়েল।
পায়েল বাজ গেই…………
পহলে সে হী মেরে হালপে শক্ থা।
বদ্‌লি ইয়ে মেরে হালপে শক্ থা।
উসপে ভি ইয়ে আনজান্ বেইমান পায়েল।

(৫)

শাম্ ভৈ বিনে শ্যাম, হায় শাম্ ভৈ বিনে শ্যাম।
নেই আর ঘনশ্যাম।
দামন্ ছুড়ায়া, এই সি হঠায়া চবনোকে যেই সে ধুল।
ম্যয় তো বিওরনি তোঁহে না জানি কায়সি হুই ইয়ে ভুল।
ও জীবন কিস্‌সা তেরে নাম রে॥
শাম ভাই…………

সারি নাগরিয়া পিথে শ্যাম দিয়া রোক্‌কে অগর না লাজ
বিরহা কি মারি পুঁছে তেঁহারি পাইয়া পাকড়্ কে আঁ।
কাহে কিস্‌সা বদনাম রে।—
শ্যাম ভাই…………

মিলনে কে ওয়াদা খারি হুয় রাধা কব যে যমুনা কে তীর।
নয়নো মে বিত্‌নে আঁশু ইত্‌না যমুনামে নহি নীর।
ও নেহি আয় ঘনশ্যাম রে
শাম ভাই………

(৬)

লাজো : বাঁশীর সুরে কোন গান আছে?
অমিতাভ : শুনবে?
দুটি কথা যেন বারে বারে শুধু বলে বাঁশী।
আমায়………

লাজো : কি বলে, বল না—
অমিতাভ
সে তো বলে হেসে ভালবাসি ওগো ভালবাসি।
দুটি কথা যেন…………

ওই দুটি চোখে যির বিজুড়ী অধরে যে ছুঁয়ে আছে হাসিটি
ও রূপের ওগো নেই কোন তুলনা সেই কথা বলে মোর বাঁশীটি
ওই দুটি চোখে……… ॥

লাজো : তাই নাকি?
অমিতাভ : হ্যা—
ওই দুটি চোখে………

ফুল কত গন্ধ ছড়ালো
পাখী তাই যেন ছন্দ ঝরালো।
গান দিয়ে তুমি মন কেড়ে নিলে, কত সুখে হাসালে
সুরের মালাটি কণ্ঠে পরালে তুমি, মনে মনে ভালবাসালে।

বুঝেছ কি তুমি ?

কী যে কথা শুধু বলে বাঁশী—

লাজো : ভালবাসি ওগো ভালবাসি,

উভয়ে : ভালবাসি ওগো ভালবাসি ॥

(৭)

বহুদিন পরে বধুয়া মিলাল ঘরে

এ রাধিকার অন্তরে উল্লাস

হারানিধি পাইনু বলি, হৃদয়ে লইল তুলি

রাখিতে না সহে অবকাশ ॥—"চণ্ডীদাস"

(৮

জনম অবধি হম ও রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল ॥

লাখো লাখো যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু

তবু হিয়া জুড়নো না গেল ॥—"বিদ্যাপতি"

(৯)

নিঠুরা হে রাই তোহারে দোহাই

না কর চতুরপণা ।

ছলিয়া আমারে, হিয়ার মাঝারে

বসালে আরেক জনা ॥—"গোবিন্দ দাস"

—: রূপায়ণে :—

বিশ্বজিৎ : তনুজা

বসন্ত চৌধুরী

মনমোহন (বম্বে অতিথি)

তরুণকুমার

জহর রায়

শৈলেন মুখোপাধ্যায়

বীরেন চট্টোপাধ্যায়

সুব্রত সেন

সুনীলেশ ভট্টাচার্য

শক্তিকুমার, গোপেন মুখার্জী

খুদিরাম ভট্টাচার্য, সূর্য চ্যাটার্জী

রবীন বন্দোপাধ্যায়

পরিতোষ রায়, জাম বড়ুয়া

বাবলু, তারক মিত্র

ফনীকুমার, প্রদ্যোৎ মুখার্জী

নন্দিতা, প্রভাকুমারী, শিখা

জয়ন্তী, উমা, শিপ্রা, হেলেন

মীনা, ইন্দ্রজিৎ ও আরও অনেকে

বিশ্বপরিবেশনা

আর ডি বি এণ্ড কোং

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

উজ্জ্বল কুমার সিন্‌হা,
সমর সরকার (শিলিগুড়ি)
ম্যায়লা কুমার (ভুটান)
রাজকুমার (সেবা ট্রাভেলস্‌, শিলং)
মিঃ গোয়েঙ্কা (শিলং)
মিঃ দাশগুপ্ত (গৌহাটি)
চীফ ইঞ্জিনিয়ার (পি. ডবলু. ডি, জলপাইগুড়ি)
দি আর্মারি
এস. ডি. ও (কালিম্পং)
ওরিয়েণ্টালে
রামনিকলাল গোসালিয়া (বম্বে)
মিঃ রোজ (গৌহাটি)
গজা বোস

You have seen in the Past

R. D. BANSAL'S

1. SASHI BABUR SANSAR
2. SESH PARJYANTA
3. ATAL JALER AHWAN
4. SAT PAKEY BANDHA
5. EK TUKRO AGUN
6. CHHAYA SURYA
7. MAHANAGAR
8. CHARULATA
9. KAPURUSH-O-MAHAPURUSH
10. NAYAK
11. KANCH KATA HEEREY

NOW SEE

Chaitali

A BANSAL RAJSHRI PRODUCTION

It's Different

It's Musical

It's Romantic

সম্পাদনা : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়। 'আর. ডি. বি'র প্রচার ও জন-সংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।

Printed by : Superprint : 3. Srimanta De Lane, Cal-12